রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২৫, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৩১-আইন/২০২২।—(১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৮৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অপরাধ"** অর্থ আইনে বর্ণিত যে কোনো অপরাধ;

(খ) **"অভিযোগ"** অর্থ আইন বিরোধী কোনো কার্যের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে দায়েরকৃত নালিশ;

(গ) **"আইন"** অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন);

(ঘ) **"ডিজিটাল আলামত"** অর্থ ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক বা কম্পিউটার মাধ্যমে সংরক্ষিত, প্রেরিত বা ডিজিটাল ফরেনসিকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাহা ডিজিটাল আলামত হিসাবে আদালতে উপস্থাপনযোগ্য;

(ঙ) **"ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব"** অর্থ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ১০ এর অধীন স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব;

মূল্য : টাকা ২০.০০

(চ) "তদন্ত" অর্থ আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটনের পর সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুলিশ, নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(ছ) **"তদন্তকারী কর্মকর্তা"** অর্থ নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা উপ-পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তা;

(জ) **"নিয়ন্ত্রক"** অর্থ আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এবং ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত নিয়ন্ত্রক;

(ঝ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম;

(ঞ) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ট) **"ব্যক্তি"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৭) এ উল্লিখিত ব্যক্তি;

(ঠ) **"বিচারক"** অর্থ আইনের ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক;

(ড) **"সাইবার ট্রাইব্যুনাল"** বা **"ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ আইনের ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল;

(ঢ) **"সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩৩) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ; এবং

(ণ) **"সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান"** অর্থ সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

৩। **অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া।**—(১) আইনে বর্ণিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রকের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বা আইনের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করা হইলে, নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনের ধারা ২৯ অনুযায়ী তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৩) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিকটস্থ থানা বা নিয়ন্ত্রকের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (১) এবং (৩) এর অধীন দায়েরকৃত অভিযোগের বিবরণ ফরম-৬ অনুযায়ী অভিযোগ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪। **ফৌজদারী প্রকৃতির অপরাধের তদন্ত।**—(১) নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা উপ-পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা আইনের ধারা ৭৬ এর বিধান অনুযায়ী ফৌজদারী প্রকৃতির অপরাধের তদন্ত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তের স্বার্থে, তদন্তকারী কর্মকর্তা আইনের ধারা ৩০, ৮০ ও ৮১ এর বিধানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান অনুসরণ করিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তভার পাইবার তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন এবং তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সাইবার ট্রাইব্যুনালের অনুমতিক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিবেদন আকারে বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল বরাবর অবহিত করিবেন এবং সাইবার ট্রাইব্যুনাল এর অনুমতিক্রমে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করিবেন।

(৫) তদন্ত সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাহার তদন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত ডায়েরী, ফরম-৫ অনুযায়ী, দৈনন্দিন তদন্ত কার্যক্রমের রেজিস্টার আকারে প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরীর অনুলিপি, ক্ষেত্রমত, অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। **দেওয়ানী প্রকৃতির অভিযোগের তদন্ত।**—আইনের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো কর্মকর্তা আইনের ধারা ২৯ অনুযায়ী তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন।

৬। **তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদন।**—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সম্পন্ন হইবার পর, আইনের ধারা ৬৯ এর বিধান সাপেক্ষে ক্ষেত্রমত, ফরম-৩ বা ফরম-৪ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তদন্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনাল বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুমোদন গ্রহণের জন্য ক্ষেত্রমত, ফরম-১ বা ফরম-২ অনুযায়ী অনুমোদন পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

৭। **ডিজিটাল আলামত জব্দকরণ পদ্ধতি।**—নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক লিখিতভাবে ডিজিটাল আলামত জব্দ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) জব্দকৃত ডিজিটাল আলামত ক্ষেত্রমত, ফরম-৭ বা ফরম-৮ অনুযায়ী জব্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং চেইন অফ কাস্টডি ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) বিধি ৮ এর বিধান অনুযায়ী ডিজিটাল আলামত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে জব্দকৃত আলামত ট্রাইব্যুনাল এর অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো কার্যে ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঘ) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে জব্দকৃত আলামত নিয়ন্ত্রক এর অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো কার্যে ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঙ) জব্দকৃত আলামত ফ্যারাডে ব্যাগ বা সমজাতীয় ব্যাগে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(চ) জব্দকৃত আলামত যত দ্রুত সম্ভব নেটওয়ার্ক ও বৈদ্যুতিক সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং অকার্যকর (inactive) করিতে হইবে; এবং

(ছ) আলামত জব্দ করিবার সময় ঘটনাস্থল ও আলামতের অডিও, ভিডিওচিত্র এবং স্থিরচিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : এই বিধির দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **"ফ্যারাডে ব্যাগ"** অর্থ বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় ক্ষেত্র ব্লক করিতে ব্যবহৃত ব্যাগ যাহা মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার বা অনুরূপ তুলনীয় সক্ষমতা রহিয়াছে এইরূপ ডিভাইসকে দূরবর্তী হ্যাকিং প্রতিরোধ, ডাটা আদান-প্রদান, মুছিয়া ফেলা প্রতিরোধ করে এবং বাহিরের জগৎ হইতে উক্ত ডিভাইসসমূহকে বিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ রাখে।

৮। **ডিজিটাল আলামত হস্তান্তর, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি।**—ডিজিটাল আলামত হস্তান্তর, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর অধীন প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা, ২০২০ এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

৯। **ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের প্রতিবেদন।**—(১) কোনো অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রতিবেদনের তথ্যাদি ফরম-৯ এ লিপিবদ্ধ এবং সংযুক্ত করিয়া দাখিল ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১০। **তথ্যের গোপনীয়তা।**—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত পরিচালনার সময় প্রাপ্ত সকল তথ্যের যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(২) নিয়ন্ত্রকের লিখিত অনুরোধক্রমে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল আলামতের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।

১১। **সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ।**—এই বিধিমালার অধীন তদন্তের স্বার্থে যে কোনো ব্যক্তি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে বা তদন্তে সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১২। **অতিরাষ্ট্রিক তদন্ত।**—(১) আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে সরকারের অনুমতিক্রমে উহার তদন্ত করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তের স্বার্থে তদন্তকারী কর্মকর্তা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তের স্বার্থে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক বা সমঝোতার ভিত্তিতে অন্য যে কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) কোনো অপরাধ সম্পর্কিত তদন্ত এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হইলে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর বিধানাবলি, ক্ষেত্রমত, প্রযোজ্য হইবে।

ফরম-১

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

অনুমোদনপত্র

(ফৌজদারী)

কার্যালয়ের নাম .... তারিখ ....

স্মারক নং ....

মামলা নং ....

বিষয়- মামলা দায়ের বা চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : ....

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য, স্মারক, তদন্তপ্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা-পূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৬৯ উপ-ধারা (১) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসরণে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারায় মামলা দায়ের বা চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল :

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	আইনে বর্ণিত অপরাধের বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট ধারা	মন্তব্য
(১)			
(২)			
(৩)			
(৪)			
(৫)			

(স্বাক্ষর)
নাম :
পদবি :
ই-মেইল
টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর-
দপ্তর :
তারিখ :

বিজ্ঞ বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল।

অনুলিপি :

১. নিয়ন্ত্রক, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়।
২. তদন্তকারী কর্মকর্তা।
৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি।
৪, অভিযুক্ত ব্যক্তির মনোনীত প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

ফরম-২
[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

অনুমোদনপত্র
(দেওয়ানী)

কার্যালয়ের নাম .... তারিখ ....

স্মারক নং ....

অভিযোগ নং ....

বিষয়- অভিযোগ নিষ্পত্তির অনুমোদন জ্ঞাপন।

সূত্র : ....

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য, স্মারক, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া এ কার্যালয় সন্তুষ্ট হইয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৬৯ উপ-ধারা (১) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (তদন্ত পরিচালনা) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারায় অভিযোগ দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল :

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	আইনে বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট ধারা	মন্তব্য
(১)			
(২)			
(৩)			
(৪)			
(৫)			

(স্বাক্ষর)
নাম :
পদবি :
ই-মেইল-
টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর :
দপ্তর :
তারিখ :

নিয়ন্ত্রক, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়।

অনুলিপি :

১. তদন্তকারী কর্মকর্তা।
২. অভিযুক্ত ব্যক্তি।
৩. অভিযুক্ত ব্যক্তির মনোনীত প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

ফরম-৩

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

তদন্ত প্রতিবেদন

(ফৌজদারী)

স্মারক নং

১। মামলার সূত্র : মামলা নং : তারিখ :

ধারা :

২। মামলা দায়েরকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বয়স, পদবি, বর্তমান ঠিকানা : :

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে) :

৪। মামলার অভিযুক্তের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বয়স, পিতার নাম বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবি] :

৫। অভিযুক্তের বিবরণ (ক্রমিক নং ৪ এর অনুরূপ) :

৬। গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্তদের বিবরণ (যদি থাকে) :

৭। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী (ঘটনাক্রম অনুসারে অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করিতে হইবে) :

৮। তদন্ত :

(ক) তদন্তভার গ্রহণ :

(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন :

(গ) সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ও পর্যালোচনা [জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ও পর্যালোচনা, সাক্ষীর বক্তব্য ও পর্যালোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্তের) অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।];

(ঘ) Code of Criminal procedure, 1898 (Act No. 1898) এর ধারা ১৬১ ও ১৬৪ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী গৃহীত অভিযুক্তের বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক ঘটনা প্রবাহের আলোকে সুস্পষ্ট মন্তব্য :

(ঙ) Code of Criminal procedure, 1898 (Act No. 1898) এর ধারা ১৬১ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২৯ ও ৮০ অনুযায়ী গৃহীত অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণ করিতে না পারিলে উহার কারণ ও বক্তব্য গ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং প্রামাণ্য দলিল সংক্রান্ত তথ্যাদি :

(চ) অপরাধের বিবরণ (অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্তের ভূমিকা বিস্তারিত উল্লেখ করিতে হইবে) :

৯। তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত
(তদন্তের ফলাফলের আলোকে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযুক্ত বা অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইহাতে থাকিবে)

(ক) যে সকল অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে তাহাদের নাম ও অপরাধের ধারা।

(খ) যে সকল অভিযুক্তগণের অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইতে তাহাদের নাম :

(গ) অনুরূপভাবে এফ আর টি/এফ আর এ্যাজ এম এফ/এফ আর এ্যাজ এম, এল এর সুপারিশের ক্ষেত্রে ও বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে :

১০। ক্যালেন্ডার এফ এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি : সংযুক্ত ছক অনুযায়ী।

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম-

পদবী-

ই-মেইল-

টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর-

দপ্তর-

বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

ক্যালেন্ডার এফ এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি ছক

ক্রমিক নং	জব্দকৃত, সংগৃহীত ও উপস্থাপনযোগ্য সাক্ষ্য	যে বিষয় প্রমাণ করিবে তাহার বর্ণনা	যাহা প্রদর্শনী হিসাবে উপস্থাপিত হইবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

ই-মেইল-

টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর :

দপ্তর :

ফরম-৪
[বিধি ৬ এর উপ-বিধি(১) দ্রষ্টব্য]
তদন্ত প্রতিবেদন

(দেওয়ানী)

স্মারক নং-

১। অভিযোগের সূত্রঃ অভিযোগ নংঃ তারিখঃ

ধারাঃ

২। অভিযোগ দায়েরকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বয়স, পদবি, বর্তমান ঠিকানা :

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে) :

৪। অভিযুক্তের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বয়স, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা (প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছবি) :

৫। অভিযুক্তের বিবরণ (ক্রমিক নং ৪ এর অনুরূপ) :

৬। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী (ঘটনাক্রম অনুসারে অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করিতে হইবে) :

৭। তদন্ত :
(ক) তদন্তভার গ্রহণঃ
(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শনঃ
(গ) সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ও পর্যালোচনা [জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ও পর্যালোচনা, সাক্ষীর বক্তব্য ও পর্যালোচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযুক্তের) অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।
(ঘ) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী গৃহীত অভিযুক্তের বক্তব্যঃ
(ঙ) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এবং তথ্য ও (Act No. V of 1908) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী গৃহীত অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণ করিতে না পারিলে বা অক্ষম হইলে উহার কারণ ও বক্তব্য গ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এবং প্রামাণ্য দলিল সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

(চ) অভিযোগের বিবরণ (অভিযোগ সংঘটনে অভিযুক্তের ভূমিকা বিস্তারিত উল্লেখ করিতে হইবে।):

৮। তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত :
(তদন্তের ফলাফলের আলোকে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযুক্ত বা অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইহাতে থাকিবে)

(ক) যে সকল অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে তাহাদের নাম ও অভিযোগের ধারা:

(খ) যে সকল অভিযুক্তগণের অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাহাদের নাম:

(গ) যে সকল অভিযুক্তগণের জরিমানা আরোপ করা হইয়াছে তাহাদের নাম, ঠিকানা এবং ইহার পরিমাণ:

৯। ক্যালেন্ডার অফ এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি : সংযুক্ত ছক অনুযায়ী।

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম-
পদবি-
ই-মেইল-
টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর-
দপ্তর-

বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি ছক

ক্রমিক নং	জব্দকৃত, সংগৃহীত ও উপস্থাপনযোগ্য সাক্ষ্য	যে বিষয় প্রমাণ করিবে তাহার বর্ণনা	যাহা প্রদর্শনী হিসাবে উপস্থাপিত হইবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম-
পদবি-
ই-মেইল-
টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর-
দপ্তর-

ফরম-৫

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি(৫) দ্রষ্টব্য]

দৈনন্দিন তদন্ত কার্যক্রমের রেজিস্টার

মামলা নং- ....

ক্রমিক নং	তদন্তের বিষয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তদন্তের স্থান	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	যত্রার সময় ও প্রত্যাবর্তনের সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

(তদন্তকারী কর্তকর্তার স্বাক্ষর)
নাম-
পদবি-
ই-মেইল-
টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর-
দপ্তর-

ফরম-৬

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি(৫) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিযোগের ধারা	অভিযোগের ধরণ	অভিযুক্তের বা অভিযুক্তগণের নাম	ঠিকানা বা যোগাযোগের নম্বর বা ই-মেইল বা টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগ প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

ফরম-৭

[বিধি ৭ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

জব্দ তালিকা ও চেইন অফ কাস্টডি ফরম

(ফৌজদারী)

মামলার নম্বর: .... অভিযোগের ধরণ এবং ধারা: ....

তদন্তকারী কর্মকর্তা: ....

জব্দ করিবার তারিখ ও সময়: .... স্থান: ....

ডিজিটাল আলামতের বিবরণ		
আইটেম	সংখ্যা	বিবরণ (মডেল, সিরিয়াল নম্বর, ভৌত অবস্থা, চিহ্ন, আঁচড় ইত্যাদি)

চেইন অব কাস্টডি ফরম				
আইটেম	তারিখ ও সময়	প্রেরক (স্বাক্ষর, নাম ও পদবিসহ)	গ্রহীতা (স্বাক্ষর, নাম ও পদবিসহ)	মন্তব্য

ফরম-৮

[বিধি ৭ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

জব্দ তালিকা ও চেইন অফ কাস্টডি ফরম

(দেওয়ানী)

অভিযোগ নম্বর: .... অভিযোগের ধরণ এবং ধারা: ....

তদন্তকারী কর্মকর্তা: ....

জব্দ করার তারিখ ও সময়: .... স্থান: ....

ডিজিটাল আলামতের বিবরণ		
আইটেম	সংখ্যা	বিবরণ (মডেল, সিরিয়াল নম্বর, ভৌত অবস্থা, চিহ্ন, আঁচড় ইত্যাদি)

চেইন অব কাস্টডি ফরম				
আইটেম	তারিখ ও সময়	প্রেরক (স্বাক্ষর, নাম ও পদবিসহ)	গ্রহীতা (স্বাক্ষর, নাম ও পদবিসহ)	মন্তব্য

ফরম-৯

[বিধি ৯ এর দফা (২) দ্রষ্টব্য]

ডিজিটাল ফরেনসিক প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিবরণ
(১)	মামলার সূত্র, নম্বর ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা:
(২)	ফরেনসিক পরীক্ষকের নাম, পদবি ও বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে):
(৩)	গৃহীত আলামত:
(৪)	তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত বিষয়:
(৫)	ফরেনসিক পরীক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
(৬)	বিশ্লেষণ, মতামত এবং স্বাক্ষর
(৭)	সংযুক্তি (ফরেনসিক পরীক্ষায় পৃথক পৃথক যন্ত্র হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন):

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন. এম. জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd